International Labour Organization

Decent Work in Garment Supply Chains Asia

Sweden Sverige

পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করে অধিকতর টেকসই পুনর্নির্মাণ: বাংলাদেশ দেশ সম্পর্কিত তথ্যের সারাংশ

Copyright © International Labour Organization 2022

First published 2022

Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org. The International Labour Office welcomes such applications.

Libraries, institutions and other users registered with a reproduction rights organization may make copies in accordance with the licences issued to them for this purpose. Visit www.ifrro.org to find the reproduction rights organization in your country.

ISBN 978-922-0387-48-1 (web PDF)

The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers.

The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them.

Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval.

Information on ILO publications and digital products can be found at: www.ilo.org/publns.

All photos: © ILO

Printed in Thailand

▶ বাংলাদেশ বিষয়ক প্রতিবেদন: মুখবন্ধ

"বিল্ডিং ব্যাক বেটার উইথ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি এবং জেন্ডার ইকুয়ালিটি স্টাডি" শীর্ষক গবেষণাটি 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক ইন দ্য গার্মেন্ট সেক্টর সাপ্লাই চেইনস ইন এশিয়া' প্রকল্পের অংশ।

আইএলও ব্যাংককের আঞ্চলিক অফিসের সহযোগিতায় সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)-এর অর্থায়নে পরিচালিত চার বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো কার্যকর সামাজিক সংলাপ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এশিয়ার এই সেক্টরে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের শোভন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত এবং অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মুল ক্ষেত্রগুলো হলো-

১. শিল্প সম্পর্ক

২. জেন্ডার সমতা

৩. উৎদনশীলতা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা

৪. পরিবেশগত স্থায়িত্ব

কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং জেন্ডার সমতা উন্নয়নের মাধ্যমে পোশাক শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে পরিচালিত আউটকাম-২ ও ৪-এর অংশ হিসেবে এই যৌথ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণাটির লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যত অগ্রাধিকার এবং সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে সেক্টর স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঐকমতের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা যাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

গবেষণাটিতে ডেলফি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে - বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঐকমতের জায়গাগুলো চিহ্নিত করার জন্য এটি একটি সুপরিচিত পদ্ধতি। এর মাধ্যমে পোশাক শিল্পে সংস্কারে সাহায্য করার জন্য স্টেকহোল্ডার এবং তাদের মূল অগ্রাধিকারগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রতিষ্ঠান (৩১ প্রতিষ্ঠান), ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক, ব্যবসায়ী সংগঠন, সরকারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সহ মোট ৮০ জন অংশগ্রহণকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের ৪০ শতাংশ মহিলা এবং ৬০ শতাংশ পুরুষ। এই অংশগ্রহণকারীদের আউটকাম ৪-এর অন্তর্ভুক্ত চারটি দেশ - বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম থেকে নির্বাচন করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ-ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের পোশাক খাতে পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতা বাড়ানোর জন্য স্টেকহোল্ডার চিহ্নিতকরণে অগ্রাধিকার কার্যক্রম এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রতিবেদনটি বাংলা ভাষায়ও পাওয়া যাচেছ।

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি দেশ - কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেও দেশ-ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রাসঙ্গিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। চারিটি দেশের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পর্যায়ের ফলাফল, অগ্রাধিকার এবং সুপারিশ নিয়ে একটি একত্রীকৃত প্রতিবেন তৈরি করা হয়েছে যাতে গবেষণা পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে টেকসটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্পের জন্য সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ এবং সুপারিশমালা/ পরামর্শ

অধিকতর টেকসই পুনর্নির্মাণ হলো এমন একটি শব্দ যা কোভিড-১৯ মহামারী থেকে সমাজ এবং অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী নীতি নির্ধারণে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। বৈশ্বিক গার্মেন্টস এবং টেকসটাইল সেকটরে এটি একইভাবে আরও টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক ব্যবসায়িক মডেল প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একই সাথে উত্পাদন এবং ব্যবহারের পরিবেশগত প্রভাব কমিয়েছে এবং শ্রম খাতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দুর্বল ব্যবস্থা বা চর্চাগুলোরও মোকাবেলা করেছে।

কিন্তু আমরা যদি অধিকতর টেকসই পুনর্নির্মাণের অর্থ আরও গভীরভাবে বুঝতে চাই, এবং জানতে চাই যে, আমরা কাদের জন্য অধিকতর টেকসইভাবে পুনর্নির্মাণ করতে চাইছি, তাহলে? যে কোনো সঙ্কট এর স্টেকহোল্ডারদের জন্য সেটা থেকে পুনরুদ্ধার লাভের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে নতুন বা পুনরায় জরুরি হয়ে ওঠা একটি সাধারণ স্বার্থ উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়। যে সকল পদক্ষেপে এই নতুন জোটগুলিকে কাজে লাগানো হয়, এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, দুর্বল এবং প্রান্তিকসহ সকল ধরনের জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেগুলো তুলনামূলকভাবে সেইসব পদক্ষেপের চেয়ে বেশি সফল হয় যেগুলোতে শুধুমাত্র বস্তুগত বা প্রযুক্তিগত সমাধানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

তবে যাই হোক, এই নতুন জোটগুলি কিন্তু বেশিরভাগ সময় আপনা থেকে তৈরি হয় না। এর জন্য সাধারণত প্রচেষ্টা, সময়, সমন্বয় এবং সক্ষমতা নির্মাণের প্রয়োজন হয়। কোভিড-১৯ থেকে পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপটে এরকম জোট কীভাবে তৈরি হয় তা টেকসটাইল এবং গার্মেন্টস সেকটরের জন্য একটি মূল ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত, কারণ এটি একেবারে এর গোড়া থেকে স্থায়িত্ব সহকারে পুনর্নির্মাণ সাধন করতে চায়: সমস্ত স্টেকহোল্ডার কি এই প্রক্রিয়ার অংশ? তাদের সকলের পর্যাপ্ত এবং/অথবা সমানভাবে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা আছে কি? সেকটরে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সিংহভাগ যাদের দখলে, সেই নারী শ্রমিকরা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছে? সহযোগিতা এবং অর্থপূর্ণ সংলাপ নিশ্চিত করার জন্য আরও কী কী পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?

এই প্রতিবেদনটি একটি ডেলফি পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেটি স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক ঐকমত্য নির্মাণের জন্য একটি সু-প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। এর সাহায্যে গার্মেন্টস এবং টেকসটাইল সেকটরের সংস্কারে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর্তা জোট এবং মূল অগ্রাধিকারগুলি চিহ্নিত করা যায়, যা তাদের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বিষয়ে নেয়া কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দরকার।

এই গবেষণাটি সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (SIDA)-এর অর্থায়নে এশিয় গার্মেন্ট সাপ্লাই চেইনে শোভন কাজ (DWGSC) প্রকল্পের অংশ হিসেবে অধিকতর টেকসই পুনর্নির্মাণঃ এশিয় গার্মেন্ট সেকটরে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতা অর্জন শিরোনামের কর্মশালার যৌথ পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কর্মশালা একই সাথে গার্মেন্ট সেকটরে উন্নত পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতার অগ্রগতির মাধ্যমে সম্ভাব্য দ্বিগুণ সুফলের উপরেও আলোকপাত করে।

এই গবেষণায় প্রতিষ্ঠান (৩১টি প্রতিষ্ঠান), ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক, শিল্প সমিতি, সরকারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সেকটর স্টেকহোল্ডারসহ ৮০ টি/জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করে/করেন। অংশগ্রহণকারীদের ৪০ শতাংশ মহিলা এবং ৬০ শতাংশ পুরুষ। অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিকভাবে জেন্ডার টাস্কফোর্স থেকে নেয়া হয়েছিল এবং উইমেন লিডারশিপ প্রোগ্রাম ও টেকসটাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট ইকো-ইনোভেশন রিসার্চ নেটওয়ার্ক, উভয়ের অংশগ্রহণকারীদের ডিডব্লিউজিএসসি প্রকল্পের অংশ হিসাবে আহ্বান করা হয়েছিল। এরপর চারটি প্রধান দেশ থেকে আরও অংশগ্রহণকারী চিহ্নিত করার জন্য স্নোবলিং ইন্টারভিউ কৌশল ব্যবহার করা হয়। দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম। প্রতিটি দেশ থেকে ২০ জন স্টেকহোল্ডারের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল।

এই গবেষণাটি পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতা, উভয় ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ঐকমত্য চিহ্নিত করার উপর গুরুত্ব দেয়।

পরিবেশগত স্থায়িত্বের উপর সংশ্লেষণের ফলাফল

দেশ-পর্যায়ের বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা পরিবেশগত স্থায়িত্বকে ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের জন্য একটি প্রধান গুরুত্বের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। তারা একে সামনের সারিতে উঠে আসা বা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে ক্রিয়াশীল একটি বিষয় হিসেবেও চিহ্নিত করেন। প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই এসব পদক্ষেপ গ্রহণের পেছনে বাহ্যিক কারণ বা ব্র্যান্ড/ক্রেতা-নিয়ন্ত্রিত চাহিদার চেয়ে অন্তর্নিহিত অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যগুলোকে চিহ্নিত করেছে। এই অনুসন্ধানটি দেখায় যে, জ্ঞান ও সচেতনতা তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্নিহিত বা অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত চারটি দেশ জুড়ে গবেষণায় জড়িত ৮৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসার জন্য পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং এই ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করাকে জরুরি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে, এই কাজগুলো করার সুযোগ চিহ্নিত করার পদ্ধতি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বর্জ্য এবং পুনর্নবায়নযোগ্য জ্বালানি/বিদ্যুতের উত্সগুলিকে কীভাবে সুযোগ হিসাবে চিহ্নিতকরণ পদ্ধতিতেও এই চারটি দেশ জুড়ে ভিন্নতা রয়েছে। এর কারণ হতে পারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং শক্তি দক্ষতা সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের অনুমতির ক্ষেত্রে দেশ এবং এমনকি এলাকা নির্দিষ্ট প্রভাবকসমূহ, সেইসাথে প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং এই জাতীয় সুযোগ নির্দেশনা, প্রতিষ্ঠা এবং অর্থায়ন দক্ষতার সহজলভ্যতা।

আঞ্চলিক পর্যায়ে এই ফলাফলগুলি এসব দেশ জুড়ে পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সেক্টরে বিদ্যমান একই রকম পরিবেশগত স্থায়িত্বের সুযোগগুলি যাচাই করেছে এবং আঞ্চলিক স্তরের জ্ঞান আদানপ্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করেছে। তবে সুযোগগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা ও সেগুলো কাজে লাগানো নির্ভর করে প্রতিটি দেশের পোশাক খাতে কী পরিমাণ প্রেক্ষাপট-নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা বিদ্যমান আছে, তার উপর। এটি বিশেষভাবে দেখা যায় যখন এই প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিনিয়োগের জন্য অংশীদারভিত্তিক বা সাধারণ বৃহত্তর অবকাঠামোগত বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়- যেমন, পুনর্নবায়নযোগ্য জ্বালানিশক্তির ক্ষেত্রে গ্রিডের প্রাপ্যতা, কেন্দ্রীয় পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এবং পুনর্ব্যবহার এবং পুনরাবৃত্তিমূলক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বর্জ্য এবং পুনর্ব্যবহার অবকাঠামো।

স্থায়িত্বের জন্য একটি সহায়ক বাস্তুতন্ত্রের উপস্থিতিও প্রতিষ্ঠান এবং সেক্টরাল, উভয় পর্যায়ে অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই সহায়ক ইকোসিস্টেম তৈরিতে অনেক সাহায্যকারী বিষয় রয়েছে, যেমন একটি সহায়ক মিশ্র নীতিমালা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি বিষয় যা সেক্টর/প্রেক্ষাপট-নির্দিষ্ট নির্দেশনা এবং সেইসাথে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন, এবং জ্ঞান তৈরি ও নেটওয়ার্কে বিনিয়োগের সাহায্যে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণকে সুসংহত করে। ক্রেতা এবং ব্র্যান্ডের তরফ থেকে যথাযথ শ্রম বিষয়ক আনুগত্য এবং টেকসই ক্রয়চর্চা পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য একটি সহায়ক ইকো-সিস্টেম তৈরিতে অবদান রাখে যদি তারা এই স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগের ব্যয় এবং লাভ বণ্টনের বিষয়গুলোকেও আমলে নেয়।

একটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে দেখা দরকার যে, সেক্টরে পরিবেশগত স্থায়িত্বের অভাবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে এই সেক্টরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ এবং যে বৃহত্তর জনদলে এই সেক্টরটি তার কাজ পরিচালনা করে, তাদের উপর- অর্থাৎ, মহিলা শ্রমিক (সেক্টরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশ) এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (বৃহত্তর জনদল)। পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়ানোর সুবিধাগুলি লিঙ্গ সমতা অর্জন ও একে সামনে এগিয়ে নেয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং এরা একে অপরের উপকারে আসতে পারে।

লিঙ্গ সমতার উপর সংশ্লেষণের ফলাফল

একটি অত্যন্ত নারীপ্রধান বৈশ্বিক কর্মশক্তির প্রেক্ষাপটে টেক্সটাইল এবং গার্মেন্ট সেক্টরের জন্য লিঙ্গ সমতা অর্জনের কাজটি এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। অনুমান করা হয় যে এই সেক্টরের ৮০ শতাংশ শ্রমিক হলো মহিলা [1], যদিও তারা সাধারণত কম পারিশ্রমিক ও চাকুরী হারানোর ঝুঁকিতে থাকে এবং সহিংসতা, হয়রানি এবং বৈষম্যের মতো লিঙ্গ-ভিত্তিক ঘটনার শিকার হয়[2]।

লিঙ্গ সমতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের অগ্রগতি অভ্যন্তরীণভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত। পুরুষ ও মহিলাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য না রেখে এগোলে এই অগ্রগতি লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও স্থায়ী করতে পারে এবং সেক্টর জুড়ে আরও পরিবেশগত স্থায়িত্বের দিকে একটি 'অন্যায্য' পরিবর্তনের পথে পরিচালিত পথে পারে। টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সেক্টর নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার আরও অগ্রগতি সাধনের মতো উপযোগী একটি অবস্থানে রয়েছে।

ডেলফি গবেষণায় সেক্টরে লিঙ্গ সমতাকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে এমন সুস্পষ্ট কিছু বিষয় তুলে ধরে, যদিও এই বিষয়গুলি নতুন বা অজানা নয়। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে কোন আচরণগুলি হয়রানি, সহিংসতা এবং বৈষম্য তৈরি করে, সেগুলো নির্ধারণ করা, এবং সেইসাথে এমন কিছু পরিবর্তন, যা কর্মক্ষেত্রে প্রচলিত অগ্রহণযোগ্য চর্চা এবং ধারাকে টিকিয়ে রাখা কথিত সাংস্কৃতিক নিয়মগুলো বদলে ফেলে। শ্রমশক্তি এবং বৃহত্তর সেক্টরে (যা প্রায়ই লিঙ্গ বৈষম্য বজায় রেখে চলে) শক্তির গভীর অসামঞ্জস্যগুলিকেও মোকাবেলা করা প্রয়োজন, যাতে ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বুঝতে পারে যে কোনো আপত্তিকর আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করার এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করার ক্ষমতা তাদের আছে, এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে যথাযথভাবে সহায়তা করা হবে।

লিঙ্গ সমতা এবং সহিংসতা, হয়রানি ও বৈষম্য কমানোর বিষয়ে সেক্টরের মধ্যে একাধিক কার্যকর্তাদের সক্ষমতা তৈরির কার্যক্রমে গত এক দশকে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা গেছে। সক্ষমতা বৃদ্ধিকে সফল করতে পারে, এরকম কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে লিঙ্গ সমতা নীতি তৈরি, উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন, এবং প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও বৃহত্তর যে পদক্ষেপগুলি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ করে সেইসব বিষয়ে লিঙ্গ সমতার প্রচারাভিযান, যেগুলির সাথে সরকারী সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সমিতির মতো ক্ষেত্রের একাধিক পর্যায়ের কার্যকর্তারা সম্পৃক্ত।

সক্ষমতা নির্মাণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নির্দিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপরেও নির্ভর করে। পারিবার-বান্ধব কর্মক্ষেত্রের জন্য সহায়ক নীতিমালা সরবরাহের ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে গবেষণায় অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষমতা নির্মাণের পথে এরকম অন্যান্য সমস্যার উপরেও আলোকপাত করেছিল। এসব প্রতিষ্ঠান এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে, তাদের সীমিত ব্যবসায়িক প্রভাব কর্মী এবং পারিবার-বান্ধব কর্মক্ষেত্রের জন্য সহায়ক নীতিমালায় আরও বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। তারা বলে যে, স্বল্প-ব্যয়ে অধিক উৎপাদনের এই উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, যেখানে অনেক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালায়, সেগুলোতে পর্যাপ্ত লাভের মাত্রা বজায় রাখার ক্ষমতা ধরে রাখা খুব কঠিন। পারিবার-বান্ধব কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক নীতিমালা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হলো আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে সহযোগিতামূলক/নেটওয়ার্কযুক্ত পরিচালনা পদ্ধতি ভালোভাবে কাজে লাগতে পারে।

সামাজিক এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে আরও ভালোভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত করার একটি উল্লেখযোগ্য উপায় রয়েছে, কারণ তারা একই অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যগুলোকে কাজে লাগাতে পারে এবং একই অভ্যন্তরীণ সম্পদ

1 Better Work 2019. “ILO100: Ten Ways the ILO Has Transformed the Global Garment Industry”, available at: https://better-work.org/2019/01/22/ilo100-ten-ways-the-ilo-has-transformed-the-global-garmentindustry/. ———. 2020a.

2 ILO (2021) Moving the needle – Gender equality and decent work in Asia’s garment sector, ILO: Thailand, accessed at https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_789822.pdf

ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারে। স্থায়িত্ব সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলিও এই একই অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিতে এবং এগুলো নির্মাণ করতে পারে। এর পাশাপাশি তারা বিদ্যমান আইনের প্রতিও অনুগত থাকতে পারে। তবে, এর জন্য আমাদের প্রয়োজন স্থায়িত্ব অর্জনের খরচ এবং লাভ বন্টনের নতুন মডেলের, কারণ বিদ্যমান বা প্রচলিত মডেলগুলি পরিবেশগত বা সামাজিক স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সেকটরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটায়নি। ডেলফি স্টাডিতে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাত্কার থেকে পাওয়া সবচেয়ে সাধারণ বিবৃতিগুলির মধ্যে একটি হলো, তারা বুঝতে পেরেছে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্বের মধ্যে শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। একজন সাক্ষাত্কার প্রদানকারীর নিম্নলিখিত উদধৃতিতে বিষয়টি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে:

"পরিবেশগত স্থায়িত্বে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম বিষয়ক শর্তাবলী বা কর্মশর্ত নির্ধারণেও আগ্রহী।"

গবেষণার আলোকে সুপারিশমালা বা পরামর্শ

এই সুপারিশমালা এমন সব সংস্থার জন্য, যারা দেশ এবং আঞ্চলিক পর্যায়সহ গার্মেন্টস সেকটরে স্থায়িত্ব সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এগুলো হলোঃ

1. সেকটর স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের রূপান্তরমূলক কর্মকান্ডে স্টেকহোল্ডার-পরিচালিত টেকসই প্রোগ্রাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা ভিত্তিক ক্ষমতা মূল্যায়ন এবং গড়ে তোলা।

2. টেকসই কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, সকল স্টেকহোল্ডার এমন কার্যক্রম তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, যা সত্যিকার অর্থে তাদের উপকারের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নারী শ্রমিকও অন্তর্ভুক্ত।

3. টেকসই কার্যক্রমে এমন সব কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা তাদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য অংশগ্রহণকারীদের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যগুলিকে চিনতে পারে এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে- নতুন এবং চলমান কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যগুলি সনাক্ত এবং সেগুলোকে উদ্দীপ্ত করতে হবে।

4. আঞ্চলিক স্তরের জ্ঞান আদানপ্রদানের পাশাপাশি মানানসই দেশ/সেকটর স্তরের পরিবেশগত স্থায়িত্ব সম্পর্কিত পথনির্দেশনাগুলো সনাক্ত করা। এর সাথে নিশ্চিত করা যে, এগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়াশীল এবং এগুলোর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত চাহিদা এবং অগ্রাধিকার, অর্থায়নে প্রবেশাধিকার ও বিনিয়োগের প্রস্তুতি এবং দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলসহ মূল বাধাগুলি মোকাবেলা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে।

5. আঞ্চলিক শিল্প সম্পর্কিত জ্ঞান আদানপ্রদানের জন্য একটি কাঠামো উন্নয়ন করা এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও লিঙ্গ সমতার জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য সুযোগ এবং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

6. কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা তৈরি এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি মোকাবেলার লক্ষ্যে বিদ্যমান সহযোগী, শিক্ষামূলক এবং সক্ষমতা নির্মাণ কার্যক্রমকে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করা। লিঙ্গ সমতা সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলাকে ন্যায্য রূপান্তর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং আইএলও সি১৯০ লিঙ্গ সমতার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে।

7. সাপ্লাই চেইনে টেকসই ক্রয়চর্চা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও (ক্রমবর্ধমান) শিল্পের প্রচারণাকে এই টেকসই চর্চাসমূহে বিদ্যমান সুবিধাগুলোর সাথে যুক্ত করা।

বাংলাদেশ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট ফলাফল[3]

বাংলাদেশী তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্প পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে; তবে, কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব এই অগ্রগতিকে ধীর করে দিয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক LEED-প্রত্যয়িত কারখানা রয়েছে (১৫০টিরও বেশি), সাথে অন্যান্য অনেক কারখানার প্রত্যয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে, বেশিরভাগ আরএমজি সেক্টরে বেশিরভাগ ছোট এবং মাঝারি আকারের পোশাক কারখানাসহ পরিবেশগত বিধিনিষেধের মূলধারায় ফাঁক রয়ে গেছে। এই কারখানাগুলির সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীরা হয় এখনও এই বিষয়ে অবগত নয়, অথবা এখনও পরিবেশগত স্থায়িত্ব অর্জনের পেছনে বিনিয়োগে আগ্রহী নয়। ডেলফি স্টাডিতে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে যে, সাক্ষাৎকার দেয়া অংশগ্রহণকারীদের একটি বড় অংশ, এবং বেশিরভাগ আরএমজি কারখানাগুলি তাদের ব্র্যান্ড না চাইলে পরিবেশগত স্থায়িত্বে বিনিয়োগ করতে চায় না এবং তারা এই বিনিয়োগ থেকে স্বল্পমেয়াদী প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো দেখতে পায় না[4]। অনেক আরএমজি প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত বিধিনিষেধ মেনে চলাকে হাল্কাভাবে দেখে। তাদের মতে, এতে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন যা এই মুহূর্তে নেই, কারণ খাতটি এখনও মহামারীর দুই বছরের অধিক সময়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পরিবেশগত স্থায়িত্ব

পরিবেশগত স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত ভালো অভ্যাসগুলি টেকসটাইল এবং পোশাক উত্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত দূষণকারী পদার্থ সামগ্রিকভাবে কমিয়ে আনার পরিবর্তে নির্গমন (শক্তি দক্ষতা এবং পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, ইত্যাদির জন্য বিনিয়োগ, ইত্যাদি) কমানোর উপর গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের টেকসটাইল বা বস্ত্রশিল্পকে এখনও পোশাক শিল্প থেকে আলাদা হিসেবে দেখা হয়। এজন্য সেক্টর এবং ব্র্যান্ড আরএমজি কারখানার উপরে বেশি মনোযোগী হওয়ায় পরিবেশগত প্রভাবের সর্বোচ্চ মাত্রার সাথে সাপ্লাই চেইনের লিঙ্কটি দেখতে পায় না। সাক্ষাত্কার প্রদানকারীরা মন্তব্য করেছেন যে, ব্র্যান্ড/ক্রেতারাও পশ্চাদগামী সংযোগ কারখানাগুলির পরিবেশ দূষণকে বিবেচনায় নেয়, এবং তাদের চিহ্নিত করা মুশকিল হওয়ার কারণে এই শিল্পকারখানাগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণের বাইরে থেকে যায়। যদিও এখন আরও ব্র্যান্ড স্কোপ ৩ নির্গমনের কথা বিবেচনা করছে, তবুও টেকসটাইল পণ্য এবং এগুলো উত্পাদনের পরিবেশগত প্রভাবগুলি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত।

আরও কিছু কারণে পরিবেশগত বিধিনিষেধের প্রতি আনুগত্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে যেগুলোকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অনিয়মিত এবং অকার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা হিসাবে বর্ণনা করে করেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা উল্লেখ করেন যে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির অনিয়মিত এবং অকার্যকর পর্যবেক্ষণ পোশাক এবং টেকসটাইল কারখানা, উভয়কেই তাদের পরিবেশগত দায়িত্ব উপেক্ষা করার সুযোগ দিচ্ছে।

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব আরএমজি শিল্পের পরিবেশগত অনুশীলনের অবস্থাকে সরাসরি প্রভাবিত করেনি। কোভিড-পূর্ব সময়ের মতোই এই শিল্পের পরিবেশ দূষণ অব্যাহত রয়েছে। তবে, এই মহামারী চলাকালীন সময়ে কারখানাগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ থাকার কারণে এসময় দূষণের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কোভিড-১৯ পরিবেশগত স্থায়িত্ব অর্জনের লক্ষ্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ আরএমজি কারখানাগুলি যখন মহামারী চলাকালীন টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পরিবেশগত স্থায়িত্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। মহামারীর সময়ে পোশাকের চূড়ান্ত দাম কমেছে, যদিও একই সময়ে উৎপাদন খরচ বেড়েছে (যেমন, কাঁচামাল, চালান, পরিবহন, সুতা, ইত্যাদির খরচ)।

3 প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশটি জনাব তামিম আহমেদের স্টাডি থেকে নেয়া হয়েছে, যিনি বাংলাদেশে ডেলফি স্টাডি ডেটা সংগ্রহ করেছিলেন।

4 উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পর সরবরাহকারীরা তাদের কারখানায় ব্যাপকভাবে শুধুমাত্র এলইডি লাইট ব্যবহার করতে শুরু করে যেটিতে খুব কম বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়

কোভিড-১৯ মহামারী আরএমজি শিল্পে কোভিড-পূর্ব সময়ের তুলনায় বিশেষ করে বর্জ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি করেছে। কারখানায় মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এবং স্যানিটাইজারের ব্যবহার অতিরিক্ত অপচয় ও দূষণের সৃষ্টি করছে। মহামারী চলাকালীন কারখানা বন্ধ থাকার কারণে অবিরামভাবে ব্যবহার করতে বা চালু রাখতে হয় এরকম কিছু পরিবেশ-সম্পর্কিত সরঞ্জামের জন্য অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে একটি কঠিন সময় পার করতে থাকা আরএমজি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এটি পরিবেশগত বিধিনিষেধ মেনে চলার ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে।

গবেষণাটি বাংলাদেশের আরএমজি শিল্পে পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বাধা চিহ্নিত করে। চিহ্নিত মূল বাধাগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো:

- পরিবেশগত স্থায়িত্ব অর্জনে আরএমজি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি কার্যকর প্রণোদনা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি,
- জবাবদিহিতার অভাব এবং সরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা আরএমজি-এর পরিবেশগত কর্মক্ষমতার দুর্বল পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি,
- টেকসইভাবে উত্পাদিত পণ্যগুলির জন্য একটি প্রিমিয়াম মূল্য প্রদানসহ পরিবেশগত স্থায়িত্বকে উত্সাহিত করা, এবং পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্ব সম্পর্কিত প্রত্যাশাসমূহ পুরণ হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ শ্রম প্রক্রিয়া ব্যবহার করা,
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিষেবা এবং পুনর্ব্যবহার পরিষেবাসহ পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি/অনুন্নত প্রকৃতি,
- সাপ্লায়ারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধন এবং ঋণ সহায়তার প্রাপ্যতা ও তা ব্যবহারের অনুমতিতে ঘাটতি এবং আরও বেশি ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য একটি উপযুক্ত আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতি,
- সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, যার মধ্যে রয়েছে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গ, সবুজায়ন এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংস্থাগুলির জন্য প্রণোদনা যোগানের ঘাটতি,
- বিনিয়োগে দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন বা লাভের তুলনায় পরিবেশগত স্থায়িত্বে বিনিয়োগের তুলনামূলকভাবে অধিকতর অগ্রিম খরচ,
- পরিবেশগত সমস্যা, তাদের প্রভাব, এবং কীভাবে সেগুলিকে মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে সাপ্লায়ারদের সচেতনতার ঘাটতি এক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণ হয়ে ওঠা।

সাক্ষাত্কার প্রদানকারী স্টেকহোল্ডাররা বেশ কয়েকটি সুযোগ চিহ্নিত করেছে যা বাংলাদেশী আরএমজি শিল্পে পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশে আরএমজি সবুজ বা পরিবেশ-বান্ধব কারখানার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা পরিবেশগত স্থায়িত্বের কার্যক্রমকে দুইভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত, একটি 'ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ' দেখিয়ে, অর্থাৎ অন্যান্য বাংলাদেশী আরএমজি কারখানাগুলিকে প্রমাণ করে দেখানো যে, পরিবেশগত স্থায়িত্বে বিনিয়োগ করা চলমান বাজার পরিস্থিতির মধ্যেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, যদিও পরিবেশ-বান্ধব আরএমজি কারখানাগুলি পরিবেশ-বান্ধব পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্র্যান্ডগুলি থেকে তেমন একটা বেশি দাম পাচ্ছে না, তবে প্রমাণ রয়েছে যে, তারা তাদের পরিবেশগত বিনিয়োগের কারণে আরও বেশি অর্ডার পাচ্ছে।

উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান খরচ এই সমস্যাগুলোকে আরও বাড়িয়ে দেয়, কারণ এই খরচ বেড়ে চললেও এর সাথে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। শক্তি দক্ষতা এই ক্রমবর্ধমান দামের ভারসাম্য বজায় রাখার একটি উপায় হতে পারে, যা সম্পদ দক্ষতায় বিনিয়োগের জন্যও উত্সাহ প্রদান করে।

বিশ্বব্যাপী পোশাকের ব্র্যান্ডগুলি পরিবেশগত স্থায়িত্বের বিষয়ে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার মধ্যে অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে যারা উল্লেখযোগ্য নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করেছে (যেমন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০% হ্রাস করা)। সাক্ষাত্কার প্রদানকারীরা উল্লেখ করেছেন যে যদি ব্র্যান্ডগুলি (অন্যান্য পরিবেশগত স্থায়িত্ব ব্যবস্থার পাশাপাশি) এই নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সাপ্লায়ারদের আরও বেশি সহযোগিতা করে, তবে এটি বাংলাদেশী আরএমজি শিল্পের স্থায়িত্বকে ব্যাপকভাবে দৃঢ় করবে। কিছু ব্র্যান্ড তাদের দামে একটি বলক হিসাবে পরিবেশগত স্থায়িত্বের খরচ অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে, যা বাংলাদেশী সাপ্লায়ারদের পরিবেশগত স্থায়িত্বে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর জন্য সরাসরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই ধরনের প্রণোদনার কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করা এবং আরও বেশি সংখ্যক সাপ্লায়ারদের এই প্রণোদনা প্রদান করা স্থায়িত্ব বৃদ্ধির একটি উপায় হতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারও পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়াতে কিছু নীতিমালা গ্রহণ করছে। এই নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে

পরিবেশগত স্থায়িত্বে (যেমন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সংরক্ষণ, শক্তি দক্ষতা, পুনর্নবায়নযোগ্য জ্বালানীশক্তি, সম্পদের দক্ষতা, এবং পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম) বিনিয়োগের জন্য স্বল্প ঋণ তহবিল (যেমন ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের গ্রিন ট্রান্সফরমেশন তহবিল) তৈরি করা; কর অব্যাহতি (যেমন গ্রিন-সার্টিফাইড আরএমজি কারখানার জন্য ২% কর্পোরেট ট্যাক্স কাটা) ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকার যদি তাদের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিবেশগত বিধিনিষেধ নীতিগুলি বাস্তবায়ন করে, তাহলে বাংলাদেশে আরএমজি শিল্পে পরিবেশগত বিধিনিষেধের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কিত কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে পারে।

সাক্ষাত্কার প্রদানকারী স্টেকহোল্ডাররা বৈশ্বিক স্তরে এবং বাংলাদেশে উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতিকে পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়ানোর আরেকটি মূল সুযোগ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তারা আরও বলেন যে, নতুন যে প্রযুক্তিগুলি শক্তির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে, সেগুলো যদি বাজারে সহজলভ্য হয়, তাহলে বাংলাদেশী সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে সেগুলি গ্রহণ করার জন্য জোরালো চাহিদা থাকবে।

তবে যাই হোক, সাক্ষাত্কার প্রদানকারী উল্লেখ করেন যে, সবচেয়ে বড় সুযোগ রয়েছে পরিবেশগত স্থায়িত্বের তাত্পর্য এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিবেশ আইনের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমশ সচেতনতা বৃদ্ধি করার মধ্যে। সাক্ষাত্কার প্রদানকারীরা আরেকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যে, আরএমজি মালিকদের মধ্যে পরিবেশগত স্থায়িত্বের সচেতনতা বাড়ছে কারণ পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন মালিকরা কারখানায় সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীর অবস্থানে আসছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা অনেক কম।

সকল সাক্ষাত্কার প্রদানকারী আরএমজি প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যাপ্ত সহায়তা পেলে বর্জ্য ও জ্বালানির ব্যবহার কমাতে এবং পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তিতে আরও বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডাররা এই বাধাগুলি মোকাবেলার জন্য বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট সুযোগ তুলে ধরেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কার্যকর্তার জন্য বিভিন্ন ভূমিকা এবং দায়িত্ব বা কাজ সনাক্ত করা।

বাংলাদেশ সরকারসহ সরকারী কার্যকর্তাদের জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের জন্য পোশাক খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর নীতিমালা তৈরি করাকে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি বিদ্যমান ট্যাক্স-ছাড় বা ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি ভিত্তিক প্রণোদনা ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যবহার করা হবে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক স্থায়িত্বে বিনিয়োগের জন্য আরও ব্যাপক সহায়তার পাশাপাশি সরাসরি নগদ প্রণোদনা, (স্বল্প সুদে ঋণ এবং ক্রেডিট গ্যারান্টির আকারে) ঋণ সহায়তা প্রদান করবে।

এই প্রণোদনার সাথে সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের দ্বারা পরিবেশগত মান এবং প্রবিধানগুলির শক্তিশালী বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে গেলে পরিবেশগত প্রবিধানগুলির প্রতি আনুগত্য পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং রিসোর্স বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। স্টেকহোল্ডাররা এই দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার ফাঁকগুলিকে পরিবেশগত স্থায়িত্বের উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হিসাবে চিহ্নিত করেন।

আরএমজি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সরকারী সংস্থা এবং জনসাধারণ যেন পরিবেশগত তথ্য ও উপাত্ত পেতে ও ব্যবহার করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজের কার্যকর্তাদের পাশাপাশি সরকারও তথ্য আদানপ্রদানের নীতিমালা তৈরিতে সহযোগিতা করতে পারে। এই নীতিগুলি সেক্টরে পরিবেশ-সম্পর্কিত পদক্ষেপের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলিকে আরএমজি শিল্পে পর্যবেক্ষণ পরিচালনায় (যেমন, ক্ষতিকারক রাসায়নিক আমদানির উপর কাস্টমস নিরীক্ষণ) সহায়তা করতে সক্ষম করবে।

আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডার এবং সোর্সিং দেশগুলির সরকার আমদানি বিধি এবং শর্তের মাধ্যমে টেকসই কারখানাগুলিকে সহায়তা করার জন্য ব্র্যান্ড এবং ক্রেতাদের উপর যথাযথ শ্রম শর্ত আরোপের মাধ্যমে পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তিতে টেকসই ক্রয় অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেও তারা সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও এসব বিধি লঙ্ঘনের নজির দেখা গেলে সেখানে প্রবিধান এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারে। তারা দায়িত্বশীল ক্রয় চর্চা নির্ধারণ করতে এবং তাদের এখতিয়ারে দায়িত্বশীল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট নীতিগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্র্যান্ড/ক্রেতাদের হাতেও কিছু প্রণোদনা/প্রাইস প্রিমিয়াম প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সুযোগ রয়েছে, যা পরিবেশগত স্থায়িত্বের পাশাপাশি লিঙ্গ সমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নত স্থায়িত্ব চর্চায় বিনিয়োগকারী কারখানাগুলিকে পুরস্কৃত করে। ব্র্যান্ডগুলি মূল্যের বিষয়টি ছাড়াও আরও অন্যান্য উদ্যোগ বিবেচনা করতে পারে, যেমন পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেয়া আরএমজি কারখানাগুলি যেন দীর্ঘমেয়াদী অর্ডার, বড় ধরনের অর্ডার বা স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তা পায়, তা নিশ্চিত করা। কার্বন নির্গমন হ্রাস করা, বিশেষ করে স্কোপ ৩ নির্গমন দ্রুত ব্র্যান্ড এবং ক্রেতাদের জন্য একটি গুরুত্বের বিষয় হিসাবে উঠে আসছে। যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা সত্ত্বেও সাপ্লায়ারদের সাথে মিলে কাজ করার বেলায়

শুধুমাত্র কার্বন নির্গমনকেই গুরুত্ব দিলে চলবে না, বরং রাসায়নিক এবং পানি দূষণসহ সাপ্লাই চেইনে বিদ্যমান সব ধরনের দূষণ কমাতে হবে।

বিজিএমইএ[5] এবং বিকেএমইএ[6], বিইএফ[7] এবং বিটিএমএ[8] যে সমস্ত এলাকায় একসাথে অনেকগুলো কারখানার রয়েছে সেখানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারের (ইটিপি) ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয় ও সমবেত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এটি পৃথকভাবে কারখানাগুলোর সমন্বয় এবং ব্যবহার খরচ কমিয়ে আনবে।

শিল্প সমিতিগুলো সরকার, ব্র্যান্ড, উন্নয়ন কার্যক্রম অংশীদার এবং শ্রমিক সংস্থাগুলির সাথেও পরিবেশগত স্থায়িত্বের বিষয়ে শ্রমিক এবং মালিকদের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ/সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। এসব প্রশিক্ষণ বিশদভাবে হতে হবে, এবং নিয়মিতভাবে এগুলোর ফলাফল এবং কর্মক্ষমতার উন্নতি মূল্যায়ন করতে হবে।

সাক্ষাত্কার প্রদানকারীরা সবাই কোভিড-পরবর্তী সময়ে পরিবেশগত স্থায়িত্ব মোকাবেলায় সমস্ত স্টেকহোল্ডারের দিক থেকে একটি শক্তিশালী সম্মিলিত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিশেষ করে মতৈক্য এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলিকে ঘিরে ঐকমত্য গড়ে তোলাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্গ সমতা

বাংলাদেশী আরএমজি শিল্পে লিঙ্গ সমতা, বিশেষ করে লিঙ্গ বৈষম্যের উপস্থিতি এবং মাত্রা নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এই মতানৈক্য সত্ত্বেও সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা একমত যে, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারী কর্মশক্তির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম, এবং এটি আরও বাড়ানো দরকার।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী স্টেকহোল্ডাররা উল্লেখ করেছেন যে, কোভিড-১৯ বাংলাদেশের আরএমজি শিল্পে লিঙ্গ সমতার অগ্রগতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করেছে। যদিও এই মহামারীর কারণে বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে চাকরি হারানো নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা সমানুপাতিক ছিল, তবে এই সেক্টরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় নারী শ্রমিকদের চাকরি হারানোর সংখ্যা বেশি ছিল। এছাড়াও, নারী শ্রমিকদের পরিবার অধিক ভোগান্তির শিকার হয়েছিল, কারণ তাদের মজুরি, পদ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা (চাকরি হারানোর ক্ষেত্রে), আর্থিক সহায়তা, ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলি পাবার সম্ভাবনা এবং তাদের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে পারার সম্ভাবনা তেমন একটা ছিল না।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সাপ্লায়ারদের মতে, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশি আরএমজি শিল্পে কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানির প্রবণতা কমেছে। তারা উল্লেখ করেন যে, সহিংসতা বা হয়রানির কোনো ঘটনা যদি ঘটেই, তবে তা মোকাবেলার জন্য কঠোর ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা তাদের সাক্ষাত্কারে তুলে ধরেছেন যে, কারখানাগুলিতে সহিংসতা এবং হয়রানির ঘটনা শুনে বোঝা এবং এর প্রকৃত প্রেক্ষাপটে আসলে ফাঁক রয়েছে। তবে যাই হোক, অনেকেই এই বিষয়ে একমত যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশে কর্ম-সম্পর্কিত সহিংসতা এবং হয়রানি হ্রাস পেয়েছিল[9], কিন্তু মহামারীর কারণে ধারাটি বিপরীত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে[10]। বর্ধিত কর্মঘণ্টা (জোরপূর্বকভাবে করানো ওভার-টাইম সহ), লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে অশোভন ভাষার ব্যবহার, ইত্যাদি হলো কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ঘটা হয়রানির কিছু সাধারণ রূপ যা সাক্ষাত্কার প্রদানকারীদের দেয়া তথ্য থেকে

5 বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি

6 বাংলাদেশে নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি

7 বাংলাদেশ এমপ্লয়াস ফেডারেশন

8 বাংলাদেশ টেকসটাইল মিল সমিতি

9 সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাতকারের একটি অংশ অনুসারে, যা ইসলামে (২০১৮)-এও উল্লেখ করা হয়েছে

10 মোয়াজ্জেম এবং আহমেদ (২০২১) এবং মোয়াজ্জেম ও অন্যান্য (২০২১)-এ উল্লেখিত সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাতকারের একটি অংশ অনুসারে

উঠে এসেছে [11]। কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বিশেষত লিঙ্গ ভিত্তিক, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষরা সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করে এবং সাধারণত তাদের দ্বারাই (নারী) শ্রমিকরা হয়রানির শিকার হয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন বস্ত্র ও পোশাক কারখানায় কাজের পরিবেশের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আইএলও-এর সাম্প্রতিক একটি ওয়ার্কিং পেপার[12] বাংলাদেশের কেস স্টাডি থেকে পাওয়া প্রমাণের সাহায্যে তুলে ধরেছে যে, জলবায়ুর পরিবর্তন, বিশেষ করে উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব পোশাক খাতে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং হয়রানির ঘটনাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। যেহেতু লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং হয়রানি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের পোশাক খাত জুড়ে বিরাজ করছে, এবং উৎপাদনশীলতার অনুমিত বা প্রকৃত অবনতি কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানির একটি কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে (যেমন বন্যা, ঝড় এবং তাপ প্রবাহের মতো চরম প্রতিকুল আবহাওয়াজনিত ঘটনা) উত্পাদনশীলতার এই অবনতির ফলে নারী গার্মেন্টস কর্মীদের প্রতি উচ্চ মাত্রার সহিংসতা এবং হয়রানির কবলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমস্যাগুলোর ফলাফল নির্দেশ করে যে, আলাদাভাবে বা একসাথে জলবায়ু পরিবর্তন এবং সহিংসতা ও হয়রানির প্রভাবগুলিকে প্রতিহত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়া হলে এশিয়ার পোশাক খাত ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক থাকা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারে।

সাক্ষাত্কারে স্টেকহোল্ডাররা তাদের এই বিশ্বাস তুলে ধরেন যে, বেশিরভাগ কারখানায় একটি কার্যকর যৌন হয়রানি-বিরোধী কমিটি নেই। উপরন্তু, কর্মজীবী পিতামাতাদের সহায়তা এবং মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানের জন্য বাংলাদেশের কারখানাগুলিতে কোনো শর্ত নেই। সাক্ষাত্কার প্রদানকারীরা বলেন যে, কিছু কারখানা, বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি কারখানা, মাতৃত্বকালীন ছুটির আইন বা নীতি অনুসরণ করে না। তার উপরে, আরএমজি শিল্পে বেশিরভাগ কারখানার অভ্যন্তরীণ চাইল্ড কেয়ার পরিষেবাগুলিতে বিদ্যমান পরিষেবা, অবকাঠামো, এবং শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। স্টেকহোল্ডাররা আরও বলেন যে, প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদেরকে তাদের চাইল্ড কেয়ার সুবিধা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয়, কারণ এর পেছনে কারখানাকে অতিরিক্ত খরচ করতে হয়।

সাক্ষাত্কারে কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বাড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত সুযোগগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

- মহিলাদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ- সাক্ষাত্কার দানকারী স্টেকহোল্ডাররা নারী শ্রমিকদের দক্ষতা (বিশেষ করে উচ্চতর দক্ষতা এবং উচ্চ বেতনের চাকরিতে এবং যেখানে তাদের অংশগ্রহণ কম) প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।
- সমতা এবং সমান সুযোগের নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা এবং নারী কর্মীদের আরএমজি সেক্টরে চাকরির বিভিন্ন স্তরে নিয়োগ নিশ্চিত করা, সেইসাথে লিঙ্গ সমতার লক্ষ্য নির্ধারণ করা (নারী বা পুরুষের জন্য ৪৫-৫৫ শতাংশের মধ্যে)। যেমন কাটিং সেকশনে সাধারণত কোনো নারী শ্রমিক থাকে না। মালিককে নিশ্চিত করতে হবে যে, ধীরে ধীরে এই ধরনের চাকরিতে নারী কর্মীর অনুপাত যাতে বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ইতিবাচক নীতিকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে[13]।
- কারখানায় পারিবারিক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা, যা নারী পুরুষ উভয়কে নিয়ে গঠিত সংলাপের ভিত্তিতে হবে, যেমন মানসম্পন্ন চাইল্ড কেয়ার সুবিধা, নিরাপদ পরিবহন, নারী-বান্ধব টয়লেট সুবিধা এবং ব্যবহারযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা বাড়ানো।
- শ্রমিকদের অধিকারের অংশ হিসাবে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সাধারণ কর্মসূচির অধীনে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করা সকল শ্রম সংস্থার সাথে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের লিঙ্গ সমতার বিষয়ে আরও আলোচনা করা।
- লিঙ্গ সমতার গুরুত্ব এবং সুবিধা সম্পর্কে সাপ্লায়ার ও শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শ্রমিকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ব্র্যান্ড, ক্রেতা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উন্নয়ন অংশীদারদের এবং এনজিওদের উচিত হবে শ্রমিকদের এই সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা।

---

11 মোয়াজ্জেম এবং আহমেদ (২০২১) এবং মোয়াজ্জেম ও অন্যান্য (২০২১)-এ উল্লেখিত সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাতকারের একটি অংশ অনুসারে

12 Anderson Hoffner, L., Simpson, J., Martinez, C., Patumtaewapibal, A. 2021. Turning up the heat: Exploring potential links between climate change and gender-based violence and harassment in the garment sector, ILO Working Paper 31 (Geneva, ILO).

13 ইউরোপীয় কমিশন একে একটি নীতি বা কার্যক্রম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যার লক্ষ্য হলো একটি আরও সমতাপূর্ণ সমাজ তৈরি, যা এমন ব্যক্তিগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদান করবে যারা অতীতে বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

- আইএলও সহিংসতা ও হয়রানি কনভেনশনের অনুমোদন (১৯০ নং)– বাংলাদেশ বর্তমানে এই কনভেনশনটি অনুমোদনের বিষয়ে তদন্ত করছে, তবুও সাক্ষাত্কারগুলি থেকে দেখায় যায় যে, কনভেনশন নং ১৯০-এর গুরুত্ব সম্পর্কে মিশ্র সচেতনতা রয়েছে, বেশ কয়েকটি স্টেকহোল্ডার এই কনভেনশনটিকে বাংলাদেশী আরএমজি শিল্পে সহিংসতা এবং হয়রানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।
- শ্রম পরিদর্শকদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও সেইসাথে নিশ্চিত করা যে, তাদের লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং জ্ঞান রয়েছে, এবং তারা যেন শ্রম পরিদর্শনের সময় এই সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে এবং সেগুলোর সমাধান করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও আরও মহিলা পরিদর্শক নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা রাখা।
- ডিআইএফই (DIEF)-কে অতিরিক্ত আইন প্রণয়ন ও অসদাচরণের জন্য কারখানার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আনার কর্তৃত্ব দেওয়া সহ প্রাসঙ্গিক সরকারি সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এই বিষয়গুলিতে কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য ডিপিআইই (DPIE)-কেও ধীরে ধীরে স্বচ্ছ তদারকির আওতায় আনতে হবে।

পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করে অধিকতর টেকসই পুনর্নির্মাণ: বাংলাদেশ দেশ সম্পর্কিত তথ্যের সারাংশ

International Labour Organization

Sweden Sverige

ilo.org

ILO Regional Office for Asia and the Pacific

United Nations Building, Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand

T: +66 2 288 1234   F: +66 2 280 1735

Email: bangkok@ilo.org
Web: ilo.org/asiapacific

ISBN 978-92-2-038748-1